OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 871 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 871 - 876
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রামায়ণ

সুমন্ত রবিদাস
Email ID : sumantadas49918@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Ram, Ramayana, Sita, Lakshmana, Panchavati, Surpanakha, Valmiki, Rabindranath, Bankimchandra.

Abstract
The entire Ramayana revolves around the life of Rama. Where we see Rama as an honest, idealistic, religious man. After composing the mantras and worship methods of the gods and goddesses in the Vedic age, the Ramayana was originally revealed to show who we should see as an ideal in our lives, whose ideal we should follow in our lives. Because if there is no ideal in our lives, then there will be chaos in society. This Ramayana and the character of Rama have been presented to solve that problem and move forward on the right path in life; so that we can adopt his ideals in life. Rama stood at that time and made friends with the Chandals, freed Ahalya from the curse, etc. His caste, religion, caste neutrality and altruistic mentality are identified in the events like this, about 2500-2600 years ago. Again, he left the happiness of the kingdom and went to the forest to keep his father's word. Here, in contrast to Rama, Ravana is shown to do everything for his own happiness. He falls to his death due to greed and arrogance, without listening to anyone, even his mother and brother. Rama is an ideal character of love. But despite loving his wife, Rama could not stand by her side in the end only because of society. There will be many obstacles and dangers in our life as well, just like there were in Rama's life; still we have to accept Rama's ideal and move forward on the right path. This is basically what Rama is for and this is what Ramayana is for. So that we can follow the right path with Rama's ideal by looking at the events of Ramayana. Even then, we see the same effort in Gautam Buddha and Sri Chaitanya Dev.

Discussion

আমরা যদি রামায়ণের আদি-মধ্য-অন্ত্য সর্বত্র দেখি তবে দেখতে পাবো সর্বত্রই রামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সমস্ত ঘটনাগুলি রামকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। অর্থাৎ রামায়ণের রামই মুখ্য স্থান লাভ করেছে। এর থেকে আমরা বলতে পারি রামের গুনাবলী তুলে ধরাই কবির লক্ষ্য। আর এই রামের চরিত্র এবং তার গুণাবলী গুলি যেন আমরা আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এবং রামের মতন সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সঠিক জীবন লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি, এইজন্যই মূলত রামায়ণ রচনা। বৈদিক যুগে বিভিন্ন দেবদেবীর আভাস ও তাদের পূজা অর্চনা পদ্ধতির সম্বন্ধে নানারকম মন্ত্র-তন্ত্র জানা গেলেও, ভারতবাসী আদর্শ রূপে কাকে অনুসরণ করবে, সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। এরকম অবস্থায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 871 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেব-দেবীদের পূজার পাশাপাশি ভারতবাসীরা কার আদর্শ, চরিত্র জীবনে অনুসরণ করে জীবনকে আরো ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবে, সেই জন্যই মূলত রামায়ণের রচনা।

বৈদিক যুগে যে বেদগুলি রচনা হয়েছিল, এই বেদগুলো থেকে বিভিন্ন দেব-দেবীদের কথা জানা যায়। তাদের পূজার পদ্ধতি, রীতি, বিভিন্ন মন্ত্র সম্বন্ধে জানা গেলেও কোনো আদর্শবান মানুষ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এইরকম অবস্থায় শুধু দেব-দেবীদের পূজা করলেই হবে না, জীবনে আমাদের এমন একজন আদর্শবান পুরুষ দরকার, যার আদর্শ গুলি আমরা আমাদের জীবনের উন্নতির জন্য, চলার পথে প্রতি পদে পদে অনুসরণ করে চলতে পারি। আর রামায়ণে রাম সেই রকমের এক সৎ, আদর্শ, বীর্যবান চরিত্র যাকে আমরা জীবনে অনুসরণ করে চলতে পারি।

বাল্মীকির রামায়ণে বাল কান্ডের প্রথম স্বর্গ, 'নারদ-বাল্মীকির সংবাদ অংশে' বাল্মীকি নারদের কাছে সেই রকম পুরুষের সন্ধান করে বলেছিলেন –

> "পৃথিবীতে কে আছেন যিনি গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত; যিনি সচ্চরিত্র, সর্বভূতের হীতকারী, বিদ্বান, কর্তব্য পালনের সমর্থ এবং অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন, যিনি আত্মসংযমী, কান্তিমান, জিতক্রোধ ও অসূয়াশূন্য?"[১]

এরকম একজন মানুষ যিনি বিদ্বান হবেন আবার কর্তব্য পালনে সমর্থ্য হবেন আবার ধর্মজ্ঞ হবেন এরকম বিভিন্ন গুণের অধিকারী যে, তাকে জীবনে আমরা যদি সবাই অনুসরণ করে চলি; তাহলে বর্তমান সময়ে যে অনাচার, অত্যাচার, হিংসা – দ্বেষ দেখতে পাই সেই গুলি থেকে সমাজ মুক্ত হতে পারবে। তার ফলে আমরা সকলেই ভালোভাবে থাকতে পারব, আমরা যদি প্রত্যেকেই নিজের জীবনে রামের আদর্শগুলিকে মেনে চলতে পারি। থাকতে পারি, প্রকৃত একজন মানুষ হতে পারি তার জন্যই রামচরিত্রকে উপস্থাপিত করা এবং তার জন্যই রামায়ণ। এবার রামের মতো একজন আদর্শবান পুরুষ যদি আমাদের সামনে না থাকতো তাহলে আমরা ধর্ম-কর্ম করতাম কিন্তু আমাদের চরিত্র কি রকম হবে, আমাদের আদর্শ কি রকম হবে, আমরা কেমন করে জীবনের লক্ষ্যে চলতে পারব। এই দিকগুলো আমরা রামকে দেখে শিখতে পারি, নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি; যদি রামের মত কেউ না থাকতো তাহলে আমরা আমাদের চরিত্রকে ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারতাম না। সবাই নিজের মতো করে চলতাম, কোনো সর্বজনীন আদর্শ থাকত না আমাদের সামনে, তার ফলে সমাজে আরো বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এই রামকে দেখে যেন আমরা চলতে পারি তার জন্যই রামায়ণ। রামায়ণ দেখলে দেখা যাবে, রাম আমাদের কাছে কোনো দেবতা নয়, একজন আদর্শবান মানুষ। যার জীবনে আমাদের মতোই বিভিন্ন রকমের সমস্যা এসেছে কিন্তু সবকিছুকেই নিজের বুদ্ধি, ধৈর্য, গুণাবলীর দ্বারাই অতিক্রম করেছে।

তাহলে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, রামায়ণের অবতারণা করা হয়েছে মূলত আমাদের সকলের জীবনের উন্নতির জন্য। জীবনে বিভিন্ন রকমের অন্যায়, পাপ কর্ম থেকে বিরত করে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যা কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রথম থেকেই জানা যায়, যখন দস্যু রত্নাকর রাম নাম দ্বারা পরিত্রাণ পায়, তখন ব্রহ্মা বাল্মীটিকে রামায়ণ রচনা কথা বলতে গিয়ে বলে -

> "সপ্ত কান্ড কর গিয়া রামের পুরাণ।।
> যেই রাম-নাম হইতে হইলা পরিত্র।
> সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র।।"[২]

অর্থাৎ দস্যু রত্নাকর যেভাবে রাম নামের দ্বারা জীবনের বিভিন্ন অপকর্ম থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন এবং জীবনের উন্নতি করতে পেরেছিলেন; সেইভাবে আমরাও যেন রামের আদর্শগুলোকে গ্রহন করে অপকর্ম থেকে বিরত হয়ে সঠিক পথে চলতে পারি, জীবনের উন্নতি করতে পারি। সমাজের, দেশের, সর্বোপরি সর্বসাধারণের উন্নতি করতে পারি। রাম আমাদের কাছে আদর্শ রূপে আছে, যাতে আমরা তার জীবনকে দেখে শিখতে পারি, আদর্শ মানুষ হতে পারি।

এবার আমরা যদি রামের চরিত্র-গুণাবলীগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখি, তাহলে আমরা আরো ভালোভাবে বিষয়টাকে বুঝতে পারব। রামায়ণে প্রথমেই দেখা যায় রাম ও গুহক চন্ডালের মিত্রতার চিত্র। –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 871 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালী।।"[৩]

মোটামুটি ভাবে ধরা হয়, যিশুখ্রিস্টের জন্মের আগের রচনা এই রামায়ণ। তাহলে সে সময়ে সমাজে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা এখন থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ ছিল। সেই সময় রাম, যে অযোধ্যার যুবরাজ, সে এক চন্ডালের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা, সেটা সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনাও করতে পারাটা ধৃষ্টতা। সেই সময়ে এক সাধারণ মানুষও অস্পৃশ্যদের থেকে দূরে থাকত, সেখানে রাজপুত্র হয়ে রাম একজন অস্পৃশ্য চন্ডাল এর সঙ্গে মিত্রতা করে এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন আমাদের সামনে। আবার অহল্যার শাপমুক্তি। রাম ইচ্ছা করলে অহল্যাকে এড়িয়ে চলে যেতে পারতেন, তাকে তার শাপ থেকে মুক্তি নাও দিতে পারতেন, অহল্যার ভালো নাও করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না, যাকে সাহায্যের প্রয়োজন তাকে সাহায্য করলেন। রামের এইসব আদর্শগুলি আমাদেরকে আমাদের জীবনে অনুসরণ করা উচিত। সব সময় দুস্থদের পাশে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দাঁড়ানো দরকার, বর্তমান সময়ে যেটা আমাদের কাছে একান্ত জরুরী, তার ফলেই সবার উন্নতি সম্ভব।

রামের গুরু জনদের প্রতি শ্রদ্ধা, নম্রতা, ভক্তি প্রদর্শন, সেই রকম আমাদেরও রামকে দেখে শেখা উচিত। সমস্ত লোভ-লালসা ত্যাগ করে শুধুমাত্র পিতার বচন রক্ষার জন্য রাজ্য ত্যাগ ও ১৪ বছর বনবাসী জীবন যাপন করতেও প্রস্তুত হন। কৈকেয়ীর প্রতি রামের কথায় যার পরিচয় পাওয়া যায় –

"তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন।
চতুর্দশ বছর থাকিব গিয়া বন।।"[৪]

আবার রামের রাজ্য ত্যাগ ও বনবাস এর কথা সেটা শুনে তিনিও রাজসুখ ত্যাগ করে বনবাসে গমন করেন। সঙ্গে লক্ষণও রাজ সুখ-ভোগ ত্যাগ করে বনবাসে যান। আবার দশরথের মৃত্যুর পর ভরত রাজা হওয়া সত্বেও রামের পাদুকা এনে, পাদুকাকে রাজা হিসাবে স্থান দিয়ে রাজ্য শাসন করতে দেখা যায়। আবার দেবর লক্ষ্মণ এর সঙ্গে সীতার মাতৃসম সম্পর্ক। এখান থেকে বোঝা যায়, একটি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক কিরকম হওয়া উচিত, তা রামায়ণ থেকেই আমরা জানতে পারি। বর্তমান সময়ে পরিবারের ভাঙ্গন, সম্পর্কের অবনতি দূর করে ভালোভাবে জীবন-যাপন করার জন্য রামায়ণ থেকে শেখা দরকার।

পঞ্চবটীর বনে বসবাসের সময় অকাল বৈদব্য সুর্পনখা রামের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য কামনা করে বসে। কিন্তু রাম এক স্ত্রীতে আসক্ত। স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ ভালোবাসার চিত্র পাওয়া যায় রামের কথাতে -

"আমারে হইলে জায়া পাবে সে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও এই বড় গুণী।।"[৫]

রামের ভালোবাসা ছিল সম্পূর্ণ সীতার প্রতি, এটা ছাড়া তিনি জীবনে কাউকে চাননি তাই তিনি সুর্পনখার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু আমরা যদি সুর্পনাখার দিক থেকে দেখি, তিনি এক বিধবা নারী। অকালে বিধবা হয়েছে। রাবণ তার স্বামীকে হত্যা করেছে। সূর্পনখা পূর্ণ যৌবনা ফলে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কামনা-বাসনা গুলো রয়েছে। এজন্যই তিনি রামের রূপে মোহিত হয়ে রামের স্ত্রী আছে শুনেও রামকে পেতে চেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কামনা-বাসনা গুলিকে পূর্ণ করতে না পেরেই রামকে পাওয়ার জন্যই সীতাকে হত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিল, তারপরেই তার মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে। একজন পূর্ণ যৌবনা নারী তার কামনাগুলোকে পূর্ণ করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। সূর্পনখার কামনাটা সমাজের পক্ষে বা রামের পক্ষে কারো পক্ষেই সঙ্গত ছিল না কিন্তু একজন পূর্ণ যৌবনা অকাল বৈধব্য নারী দীর্ঘদিন পরে তার কামনা পূরণের পথ দেখতে পেয়ে সেটাকে আর হাতছাড়া করতে চায়নি। তার ফলেই তাকে শাস্তিও পেতে হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এক অকাল বিধবার দুঃখ-কষ্টের পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজে তাদের অবস্থার কথা জানা যায়, সেই সময়ের এক বিধবার চাওয়া পাওয়ার পরিণতিই এখানে দেখানো হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 871 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শুধু সেই সময়েই নয়, রামায়ণের অনেক পরে আধুনিক যুগে এসেও 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'রবীন্দ্রনাথ', 'শরৎচন্দ্র' এঁরাও বিধবাদের চাওয়া গুলোকে মেনে নিতে পারেননি। চাওয়া পাওয়ার সমস্যা এবং শেষপর্যন্ত সেই অকাল বিধবাদের করুন পরিণতি দেখিয়েছেন। রামায়ণের যুগে যেমন বিধবাদের চাওয়া-পাওয়া গুলোকে যেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, আধুনিক যুগে এসেও 'বঙ্কিম', 'রবীন্দ্রনাথ', 'শরৎচন্দ্র' কেউই বিধবাদের চাহিদাগুলোকে মানতে পারেননি তাঁদের কালে বা সময়ে দাঁড়িয়ে। 'বঙ্কিম' এর যেমন উপন্যাসে 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ দেখা যায় বাল বৈধব্য কুন্দনন্দিনী এবং রোহিনীর চাওয়া পাওয়াগুলো। তারাও চেয়েছিল সুন্দরভাবে জীবনটাকে কাটাতে, কিন্তু সময়-সমাজ তাতে স্বীকৃতি দেয়নি আবার বঙ্কিমও মেনে নিতে পারেননি। এজন্য শেষে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অকালে জীবন প্রদীপ নিরাপিত হয়েছে। আবার 'রবীন্দ্রনাথ' এর 'চোখের বালি' উপন্যাসেও দেখা যায়, বিনোদিনী চেয়েছিল বিহারীলালকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে তা জোটেনি, তার স্থান হয়েছে কাশিতে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও এরকম দেখা যায়। সমাজ কোনো সময়েই, না তখন আর না এখন বিধবাদের চাওয়া-পাওয়া গুলোকে গুরুত্ব দেয়নি; উপরুন্ত কখনো তাদের তাতে শাস্তি পেতে হয়েছে। তারই ফলশ্রুতি আমরা সুর্পনখার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। রাবণও তার ভগ্নীর চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব দেয়নি। সূর্পনখা যে পূর্ণ যৌবনা, তারও যে চাহিদা, কামনা-বাসনা থাকতে পারে রাবণ যদি ভাই হিসাবে সেগুলিকে গুরুত্ব দিত, তাহলে সুর্পনখার আর এমন করুন পরিণতি হত না। আর এখানে আমরা রামের মধ্য দিয়েই দেখতে পাই একজন আদর্শবান পুরুষ চরিত্র, যার স্ত্রীর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা-প্রেম। অন্য নারী বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া সত্বেও সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা, আবার তবুও সেই সময়ে যে সময়ে বহুবিবাহ প্রথাও চালু ছিল। রাজারা বহু পত্নী গ্রহণ করতেন, দশরথ তার প্রমাণ। কিন্তু রাম তা করলেন না সেই সময়ে দাঁড়িয়েও।

'লঙ্কা কান্ডে'র দিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি দেখব রাবণের মৃত্যুর পেছনে অত্যাধিক অহংকারই দায়ী। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে রাবণ সবকিছুকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে। রাবণের মতো শক্তিশালী ঐশ্বর্যশালী রাজা পৃথিবীতে ছিল না, সে স্বর্গ- মর্ত্য-পাতাল অনায়াসে জিততে পারত, কিন্তু আমরা হঠাৎ করে কোনো কিছু পেয়ে গেলে অহংকারী হয়ে উঠি - রাবণের মধ্যে দিয়ে আমরা সেটাই দেখতে পাই। রাবণের মা ও বিভীষণ যখন রামের কাছে সীতাকে পাঠানোর কথা বলে, তখন গর্বে মত্ত হয়ে রাবণ বলে -

"মানুষ বেটার ভয়ে কাঁপে বিভীষণ।
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন।।"[৬]

লঙ্কাকে রাম যখন দেখে তখন রাম লঙ্কার ঐশ্বর্য ব্যাখ্যা করে বলেন-

"পৃথিবী মন্ডলে নাহি হেন রম্যস্থান।।"[৭]

রাবণ রাজনীতিতেও বিশারদ ছিল তার পরিচয় রামায়ণে পাওয়া যায়।। তাহলে দেখা যায় সম্পদ, ঐশ্বর্য, বীরত্ব সব দিক থেকেই লঙ্কা পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু রাবণের মৃত্যুর পেছনে সবথেকে বড় কারণ ছিল গর্ব, লোভ, অহংকার। কোনো কিছু পেয়ে গেলে আমরাও রাবণের মতন অনেক সময় অহংকারী হয়ে উঠি; আর আমরা আমাদের প্রকৃত কর্তব্য ভুলে যাই, ভুল কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি অহংকারের বশে। রাবণও যদি সীতাকে ফিরে দিত লোভে-অহংকারে মত্ত না হয়ে, তাহলে তার সর্বনাশ ঘটত না। আমরা যতই উন্নতির শীর্ষে আরোহন করি না কেন লোভ, অহংকারে মত্ত হলেই আমরাও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাব। রামায়ণে একদিকে রামের চরিত্র; অন্যদিকে রাবণের চরিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। রামের চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রাম বিনম্র, শ্রদ্ধাশীল, ধৈর্য সম্পন্ন, সবার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, কষ্ট সহিষ্ণু, প্রজা কল্যানকামী; অন্যদিকে রাবণ অহংকারী, লোভী। এই দুই বিপরীত চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে দেখে শেখার জন্য। আমরাও যেন তাদের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে পারি এবং সেখান থেকে শিখতে পারি। আর জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারি।

সেই সময়ে নারীদের স্থানটা সমাজে কেমন ছিল সেদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রাবণ হরণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সীতাকে বারবার সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। অগ্নি পরীক্ষা ছিল সেই সময়ে সমাজের সতীত্ব পরীক্ষার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 871 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাপকাঠি। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই সে সতী, আর না হলেই অসতী। সীতা প্রথম অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছে, উত্তীর্ণ হয়েছে, তবুও লোকের সন্দেহ দূর হয়নি -

"রাবণের ঘরে সীতা ছিলা দশ মাস।
হেন সীতা ল'য়ে রাম করেন বিলাস।।"[৮]

রামায়ণ রচনা হয়েছিল পরবর্তী বৈদিক যুগে, আর সেই সময়ই নারীদের অবস্থান কতটা নিচে নেমে গিয়েছিল, সেটাই রামায়ণে সীতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। এখন যেমন সতীত্ব পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করা, সেই সময় অগ্নিপরীক্ষায় ছিল নারীদের সতীত্ব পরীক্ষার পদ্ধতি।কিন্তু সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও সাধারণ লোকের মনে সন্দেহ দূর হত না। সেই জন্য রাম রাজ্যের লোকেদের মুখে সীতার অপবাদ শুনে তাকে বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হয়। এতকিছু পড়েও লোকের মুখ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। একবার কোনো একটা কিছু ঘটলে লোকচর্চা সেটা নিয়ে চলতে থাকে, সেটা রামায়ণের সময় থেকেই চলে আসছে। একবার একটা মেয়ের চরিত্রে দাগ লাগলে সেটা ওঠা যে কতটা কঠিন সীতা চরিত্রের মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই লোক অপবাদের জন্যই রাম আবার অগ্নিপরীক্ষা নিতে চাইলে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করতে করতে ক্লান্ত সীতা পাতালে প্রবেশ করে। এখান থেকে আমরা সেই সময়ের নারীদের অবস্থান, সমাজে তাদের কি চোখে দেখা হত তার প্রমাণ পাই। রাম একজন আদর্শ প্রেমিক, স্বামী হয়েও সমাজের থেকে রেহাই পাননি। সমাজের চোখে সীতার চরিত্র প্রমাণ করতে গিয়ে বারবার অগ্নিপরীক্ষা নিতে হয়েছে সতীত্বের। না সেই সময় আর না এখন কেউই আমরা সমাজের থেকে মুক্ত হয়ে কোনো কাজ করতে পারি না; রামায়ণে রাম রাজা হয়েও পারেননি, আমরাও পারি না।

আবার রামায়ণের যে রাম রাজ্যের কথা বলা হয়েছে, সেটাও আমরা দেখতে পাই। একজন আদর্শ রাজার চরিত্র কি রকম হবে, রাজার কর্তব্য কিরকম হবে প্রজার প্রতি। এটা আমরা রামায়ণে রাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই, আবার রামের অনুপস্থিতিতে ভরত কেমন করে রাজ্য শাসন করেছিল সেটাও আমরা দেখতে পাই। একজন আদর্শ রাজার বা শাসনকর্তার কর্তব্য কেমন হওয়া উচিত তা রামায়ন আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

এই আলোচনা থেকে আমরা এটাই দেখতে পাই রাম একজন সৎ, আদর্শবান, চরিত্রবান, ধার্মিক মানুষ। বর্তমান সময়ে আমাদের সামনে একমাত্র আদর্শবান রূপে রামকে দেখতে পাই। আর এই রামকে অনুসরণ করেই আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। জীবনে চলার পথে অনেক সমস্যা আসবে; রামের জীবনেও এসেছিল, কিন্তু রাম তার আদর্শ থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। তাই আমাদেরও হলে চলবে না। আমরা জীবনে কাকে অনুসরণ করে চলব, সেই জন্যই তো ব্রহ্মা বাল্মিকীকে রামায়ণ রচনার নির্দেশ দিলেন; যাতে আমরা জীবনে সঠিক ভাবে চলতে পারি। আর বাল্মিকী যেভাবে পাপকর্ম থেকে মুক্তি পেলেন সে কথা তুলে ধরলেন, যাতে আমরাও অপকর্ম থেকে মুক্তি পেতে পারি। এরপরে গৌতম বুদ্ধকেও দেখি তিনিও রাজসুখ ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে গিয়ে যে জ্ঞানলাভ করলেন, সর্বসাধারণের বিতরণ করে গেলেন। আবার শ্রীচৈতন্যদেবকেও দেখি প্রেমধান বিতরণের মাধ্যমে সঠিক পথ দেখানোর চেষ্টা। এসবের মূল কারণ হল যাতে আমরা সবাই মুক্তি পেতে পারি। রামায়ণ রচনা উদ্দেশ্যও সেটাই আমাদের সঠিক পথে নিয়ে আসা। তাই আমরা বলতে পারি বর্তমানে রামের আদর্শ ছাড়া আমাদের সঠিক পথে চলা সম্ভব নয় -

"ভেবে দেখো রাম, বিনা গতি নাহি আর।।"[৯]

Reference:

১. লালা, আদিত্যকুমার, বাংলার রামকথা, রামায়ণ এক উত্তরতর অয়ন, সুধাংশু শেখর দে (সম্পাদনা), কলকাতা ৭০০ ০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, পৃ. ১৪
২. ওঝা, কৃত্তিবাস, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কলকাতা ৭০০০০৯, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ২০১৯, পৃ. ২৫
৩. তদেব, পৃ. ৮৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 871 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪. তদেব, পৃ. ১২২
৫. তদেব, পৃ. ১৬৪
৬. তদেব, পৃ. ২৮২
৭. তদেব, পৃ. ৩০৩
৮. তদেব, পৃ. ৩০৭
৯. তদেব, পৃ. ৫৭৩

Bibliography :

বাংলার রামকথা, রামায়ণ এক উত্তরতর অয়ন, আদিত্যকুমার লালা, সুধাংশু শেখর দে (সম্পাদিত,) দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, ২০১৭
কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কৃত্তিবাস ওঝা, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ২০১৯
বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র)-শুভম এর পক্ষে ঐশানী সাহা, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, ২০০৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড)- এস. বি .এস পাবলিকেশন ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৬, ১৪২৬
শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত (কৃষ্ণদাস বিরচিত)-সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪২৬
গৌতম বুদ্ধ- ড. শ্রীবিমলাচরণ লাহা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড স্টল, ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা, ১৩৪৫